بسم الله الرحمن الرحيم

প্রসঙ্গ:সামা (سماع)

-জিহাদ মাহমুদ

১.সামার পরিচয়: সামা (سماع) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ:

(১) শোনা বা শ্রবণ করা,

(২) মহিমাকীর্তন,

(৩)জায়েযকৃত বাদ্যযন্ত্রের সহিত সঙ্গীত শ্রবণ।

পরিভাষায়,বিভিন্ন হালাল বাদ্যযন্ত্রের সহিত সুরে সুরে মহান আল্লাহ,তাঁর রাসূল এর,বা আওলিয়ায়ে কিরামের শান-মান আলোচনা করাকে সামা (سماع) বলা হয়।

২.সামা সম্পর্কে কুরআনুল কারিমের নস : কুরআন-হাদিসে সামা সম্পর্কিত অনেক নস বিদ্যমান রয়েছে। যদিও নির্দিষ্ট سماع শব্দে উল্লেখ করা হয়নি।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرٰىۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ-الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ---

অর্থাৎ,ঐ সমস্ত লোক, যারা মূর্তিগুলোর পূজা থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয়েছে তাদেরই জন্য সুসংবাদ রয়েছে। সুতরাং সুসংবাদ দিন আমার ওই বান্দাদেরকে;যারা কান পেতে কথা শুনে অতঃপর সেটার মধ্যে উত্তমের অনুসরণ করে।(সুরা যুমার-১৭-১৮)

উক্ত আয়াতের শেষাংশে "**اَلْقَوْلَ** " শব্দটি **"আলিফ-লাম"** সহকারে এনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এটি অর্থকে সার্বজনীন ও সর্বব্যাপক হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে।

এরপরেই ইশারা করা হয়েছে- **فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ** শব্দদ্বয় দ্বারা উত্তম পদ্ধতিতে প্রশংসাগীতির (**سماع**) দিকে। (রিসালাতুর কুশায়রিয়া-২য় খণ্ড পৃ.-৫০৪)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন:

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ---

অর্থাৎ, সুতরাং ওই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে বাগানের পুষ্পবীথিতে তাদের আতিথ্য করা হবে। (সুরা রূম-১৫)

“رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ” এর একটি ব্যাখ্যা হলো: সঙ্গীত শ্রবণ করা বা سماع করা।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবি,তাফসীরে বাগাভী, তাফসীরে ইবনে জওযী,তাফসীরে রূহূল মাআনী,এবং অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

মহান আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ الله --

অর্থাৎ,যারা আপন রবকে ভয় করে, অতঃপর তাদের চামড়া ও হৃদয় নম্র হয়ে পড়ে আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি আগ্রহে।

(সুরা যুমার-২৩)

এটাই হচ্ছে জযবা সৃষ্টি হওয়ার পিছনে কারণ।

হারাম সামার ব্যাপোরে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

এবং কিছু লোক খেলাধূলার কথাবার্তা ক্রয় করে যেন আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়, না বুঝে এবং সেটাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপরূপে গ্রহণ করে নেয়। তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।(সুরা লুকমান-৬)

৩.সামার(سماع) শর্তাবলি: শর্তের প্রেক্ষিতে কোনো বিধান হালাল হয় আবার হারাম হয়। সামারও (سماع) কিছু শর্তাবলী রয়েছে। সুলতানুল মাশায়িখ মাহবুবে ইলাহী রহ: বর্ণনা করেন যে, যদি কয়েকটি বিষয় বা শর্তাবলী উপস্থিত থাকে,তবেই সামা (سماع) বৈধ। শর্তাবলী নিম্নরূপ:

(ক) مسمع তথা যিনি কাওয়ালি শুনাবেন তিনি যেন **বালেগ পুরুষ হয়;** নাবালেগ ও **মহিলা** যেন না হয়।

(খ) مستمع তথা যিনি কাওয়ালি শুনবেন তিনি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে নিবৃত্ত না হন। আর যা শুনবে তা যেন যথাযথভাবে শুনে ও স্মরণ রাখতে পারে।

(গ) যা কিছু শুনানো হবে অর্থাৎ সামার কালামগুলো যেন অশালীন,নিরর্থক ও হাসি-তামাশা থেকে মুক্ত থাকে।

(ঘ) কাওয়ালির উপকরণ তথা বাদ্য-বাজনা যেমন: বীণা,সারেঙ্গী,বেহালা ইত্যাদি যেন সামা মজলিসে না থাকে। যদি এসকল শর্তাবলী পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় তবেই কেবল সামা (سماع) বৈধ। অন্যথায় হারাম।

(সিয়ারুল আউলিয়া-৯ম অধ্যায়,পৃ.-৫০১-৫০২)(মাসায়েলে সামা,পৃ.-০৪)

৪.সামার (سماع) বিধান:

"বাদ্যযন্ত্র" নিশ্চিহ্ন করার জন্য রাসূল ﷺ এসেছেন ।যেমন হাদিসে যা এসেছে তা সম্পূর্ণ হারাম। সেই সব বাদ্যযন্ত্র **সূফি হোক বা গায়রে সুফি হোক** কারো জন্যই হালাল নয়। যারা সামা (سماع) মাহফিল করবে বা শুনতে চায় তাদের জন্য আবশ্যক হলো, উপরোল্লিখিত শর্ত সমূহ মান্য করা। অন্যথায় নিকৃষ্ট কাজসমূহের একটি নিকৃষ্ট কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে।

রাসূল ﷺ বলেন:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

অর্থাৎ,

নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক আসবে, যারা ব্যভিচার (যিনা), রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল সাব্যস্ত করবে। [সহীহ আল বুখারী, ২:৮৩৭, কিতাবুল আশরিবাহ, হাদীস নং-৫৫৯০]

রাসূল ﷺ আরো বলেন:

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيَكُوْنَنَّ فِـيْ هذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْـخُمُوْرَ وَاتَّـخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ

আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে (ধ্বংস করা) হবে। আর এ শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে। **(জামেউস সগীর-হা:৯৫৯৮)**

রাসূল ﷺ আরো বলেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ

অর্থাৎ,আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, ঢোল-তবলা এবং বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করেছেন।

(আহমাদ ৬৫৪৭)

উপরোক্ত হাদিসসমূহ ব্যতীত অনেক হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়ছে যে যদি সামার (سماع) মধ্যে হারাম বাদ্য-বাজনা থাকে তবে সেই সামা (سماع) হারাম।

নিষিদ্ধ বাদ্য-বাজনা সম্পর্কিত অনেক হাদিস আমি অন্য একটি প্রবন্ধে যুক্ত করেছি পাঠকগণ চাইলে ওটা অধ্যায়ন করতে পারেন।

সারকথা: যেসব সামা (سماع) মাহফিলে উল্লেখিত শর্তাবলী এবং নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র থাকবে না শুধুমাত্র ঐসব সামা মাহফিলই শরিয়তে বৈধ হবে। অন্যথায় হারাম।

الله اعلم

৫.সামার প্রকারভেদ: উপরোল্লিখিত শর্তাবলী ব্যাতিত সামার (سماع) ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের নিয়তকেও বিবেচনা করা হয়। সামা (سماع) মূলত চার প্রকার।যথা:-

১.হালাল,

২.হারাম,

৩.মাকরূহ ও

৪.মুবাহ।

মুবাহ: যদি অজদের অধিকারী ব্যক্তি হকের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়।

মাকরূহ: যদি হক ও বানোয়াটের সংমিশ্রণ হয়।

হারাম: যদি সম্পূর্ণ বানোয়াটই হয়।

হালাল: যদি পরিপূর্ণ হকের দিকে আকৃষ্ট থাকে।

(আলা হযরত রহঃ-মাসায়েলে সামা পৃ.৩৫)

শায়খ আব্দুল কাদ্বির জীলানী রহ: বলেন:

إِنَّ السَّمَاعَ لِقَوْمٍ فَرْضٌ وَلِقَوْمٍ سُنَةٌ وَلِقَوْمٍ بِدعَةٌ وَالْفَرْضُ لِلْخَوَاصِ وَالسُّنَّةُ لِلْمُحِبِينَ وَالْبِدْعَةُ لِلْغَافِلِين

-"বিশেষ শ্রেণির প্রেমিক লোকদের জন্য" সামা **(سماع)** **ফরযতুল্য**, সাধারণ প্রেমিকদের জন্য তা **সুন্নত** এবং সাধারণ মুসলমান যার যিকির ও আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে সম্পর্কহীন তাদের জন্য সামা **(سماع)** **বিদ'আত**।

(শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহঃ - সিররুল আসরার,পৃ.-১২০)

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রকৃত আশেকে রাসূল ﷺ হয়ে সামা (سماع) মাহফিল করার তাওফীক দান করুক আমীন।

آمين بحرمة سيد المرسلين صلي الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم

✍ **জিহাদ মাহমুদ**

শিক্ষার্থী: জলদী হোসাইনিয়া কামিল মাদরাসা। বাঁশখালী চট্টগ্রাম।

এবং

ডিপার্টমেন্ট অফ এরাবিক এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ

চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।

01619057996
jihadmahmud32a@gmail.com

https://www.facebook.com/share/18nMZGDhE7/